R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৬৯শ বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১২ই মাঘ, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৮৩ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪

'ইন্দিরা ফের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে চাইছেন'

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গের ভূমি, ভূমিরাজস্ব ও পঞ্চায়েতমন্ত্রী বিনয় চৌধুরী অভিযোগ করেছেন—'ইন্দিরা গান্ধী দেশে ফের জরুরী অবস্থার মত কঠোর ব্যবস্থা জারী করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে চাইছেন। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে ইন্দিরা আবার ত্রিপুরায় তাদেরই মদত দিচ্ছেন।' সোমবার বহরমপুর সার্কাস ময়দানে এক প্রকাশ্য জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর অনুপস্থিতিতে শ্রীচৌধুরী ভাষণ দিচ্ছিলেন। সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে এই প্রকাশ্য সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংসদ সদস্যা শ্রীমতী কণক মুখারজি। বিনয়বাবু তাঁর ভাষণে বলেন, 'রাজ্যে এখন খাদ্য পরিস্থিতি সংকটজনক। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার মাসে মাত্র আড়াই লক্ষ টন খাদ্য পাঠাচ্ছেন। স্বাভাবিক অবস্থায় যেখানে এ রাজ্য সাড়ে ৩ লক্ষ টন খাদ্য পেয়ে থাকে সেখানে কেন্দ্রের এ আচরণ ষড়যন্ত্রমূলক।' বিনয়বাবু পশ্চিমবঙ্গের জন্য মাসে ৪ লক্ষ টন খাদ্য দাবী করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, কেন্দ্রের কাছে কোন দয়া বামফ্রন্ট চায় না, শুধুমাত্র দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। শ্রীচৌধুরী বলেন, রাজ্য সরকার অন্য রাজ্য থেকে খাদ্য কেনার জন্য কেন্দ্রের অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু সে অনুমতি মেলেনি। বিনয়বাবুর আহ্বান, 'গণতন্ত্র রক্ষায় ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদেরও এগিয়ে আসতে হবে।' সভায় অন্যান্যদের মধ্যে ভাষণ দেন রাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল বারি, কৃষক নেতা শান্তিময় ঘোষ, অনিলা দেবী প্রমুখ।

ফেরীঘাটে জুলুম বন্ধে পুরসভা নিষ্ক্রীয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : পুরসভা নির্দিষ্ট রেট বোর্ডকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে জঙ্গিপুর গাড়িঘাটে গঙ্গা পারাপারে জুলুম করে পয়সা আদায় নিয়ে ভূরি ভূরি অভিযোগ সত্ত্বেও ইজারাদারের বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর পুর কর্তৃপক্ষ কোন রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ায় জনমানসে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। প্রায় প্রত্যেক দিনই ইজারাদারের লোকজনদের সঙ্গে ঘাট যাত্রীদের বচসা হচ্ছে। জুলুমের কোপে পড়া বহু যাত্রী পুরসভা, পুলিশ, মহকুমা শাসকের দপ্তরে অভিযোগ করেও কোন ফল পাননি। অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট ইজারাদারের সঙ্গে পুর কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের যথেষ্ট ভাবসাবের জন্যই কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। কয়েকজন ঘাটযাত্রী এ ব্যাপারে রাজ্যের পুর রাষ্ট্রমন্ত্রী শৈলেন সরকারের কাছে গত ২০ আগষ্ট প্রতিকার প্রার্থনা করলে মন্ত্রী বিষয়টি পুরসভার নজরে আনেন। তবু এ যাবৎ কিছুই হয়নি। এমন কি অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখারও কোন ব্যবস্থা হয়নি। এ নিয়ে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকাতেও এর আগে লেখালেখি হয়েছে। পুনরায় আমাদের কাছে সংশ্লিষ্ট ফেরীঘাট নিয়ে অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। রেটবোর্ডে গঙ্গা পারাপারে রিক্সা ৩৫ পঃ, খালি গরুর গাড়ি

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রজাতন্ত্র দিবস ও নেতাজী জয়ন্তী পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা : আজ মুরশিদাবাদ জেলার সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদায় ভারতবর্ষের চৌত্রিশতম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়েছে। মূল অনুষ্ঠানটি হয় বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার মাঠে। জেলা শাসক প্রসাদরঞ্জন রায় পুলিশ ও হোমগার্ডবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন, ব্রতচারী নৃত্য প্রভৃতিও অনুষ্ঠিত হয়। রঘুনাথগঞ্জে আর একটি অনুষ্ঠানে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক পি এস ক্যালিব্রেশন গার্ড অব অনার পরিদর্শন করেন। বন্ধু সমিতি ক্লাব

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কর্মহীনতা ও চালের দাম বৃদ্ধি প্রশাসনের দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে

বিশেষ সংবাদদাতা : একদিকে কর্মহীনতা অন্যদিকে চালের দাম দুটোই সমান তালে বেড়ে চলেছে মুরশিদাবাদে। চালের দাম ইতিমধ্যেই সাড়ে ৩ টাকা ছাড়িয়েছে। আটা আড়াই টাকারও বেশী। মাঘ মাসে এরকম দুঃসহ অবস্থা কখনও দেখা যায়নি। এক মাসের মধ্যে দাম আরও বাড়বে বলে আশংকা করা হচ্ছে। পরিত্রাতা রেশন ব্যবস্থা। তার অবস্থাও বেশ কাহিল হয়ে উঠেছে। বর্তমান সপ্তাহে রেশনে ৪০০ গ্রাম করে চাল দেওয়া হচ্ছে। দু' সপ্তাহ পরে তাও হয়ত দেওয়া যাবে না। কারণ জেলার খাদ্য ভাণ্ডারের অবস্থা এখনও পর্যন্ত ভাল নয়। খাদ্যের যখন এই হাল ঠিক তখনই জেলায় প্রায় লক্ষাধিক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেও কাজ জুটছে না তাদের। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা সাগরদীঘি এলাকার মানুষজনের। পঞ্চায়েতগুলো তাদের হাতে যা টাকা পয়সা ছিল তা দিয়ে জাতীয় কর্মসংস্থান প্রকল্পে কিছু কিছু কাজ করিয়েছেন। বর্তমানে তাদের ভাঁড়ারও ঢুঁ ঢুঁ। জেলা প্রশাসন এই শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে বেশ দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। এদিকে সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার পর্ব এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি আরও বেশী পরিমাণে অর্থ সাহায্যের জন্য রাজ্য সরকারের মুখ চেয়ে বসে আছেন।

পঞ্চায়েতে আরও বেশী প্রতিনিধিত্ব দাবী

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : 'স্বাক্ষরতা ও স্বাবলম্বন' অভিযানকে সফল করতে পঞ্চায়েতগুলিতে আরও বেশী মাত্রায় প্রতিনিধিত্ব দাবী করেছেন মেয়েরা। সেই সঙ্গে তাঁদের দাবী লিগাল এইড, কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন বন্ধ, জমিতে স্বামীর অবর্তমানে চাষের অধিকার প্রভৃতি। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধি সভায় প্রস্তাবাকারে এই সব দাবী উচ্চারিত হয়েছে। শনি ও রবিবার বহরমপুর রবীন্দ্র সদনে এই প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৬৩০ জন প্রতিনিধি এতে যোগ দেন। সবচেয়ে বেশী প্রতিনিধি আসেন মেদনীপুর থেকে। ১২৮ জন। মুরশিদাবাদ থেকে যোগ দেন ৫৯ জন প্রতিনিধি। ৩৬ জন সদস্যের আলোচনার পর বার্ষিক রিপোর্ট গৃহীত হয়। এবারের সম্মেলনে সমিতির গঠনতন্ত্রেরও কিছু কিছু

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে সভায় বিতণ্ডা

নিজস্ব সংবাদদাতা : শুক্রবার জঙ্গিপুর পুরভবনে মহকুমা ভিত্তিক প্রাথমিক শ্রেণীর পুস্তক বণ্টন সংক্রান্ত সভায় এক শিক্ষক নেতার বক্তব্য নিয়ে তীব্র বিতণ্ডা দেখা দেয়। ঐ সভায় জেলা শাসক, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রমুখেরা ছাড়াও সি পি এমের দুই বিশিষ্ট নেতা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্মল মুখারজি ও স্কুল বোর্ডের সভাপতি অরুণ ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। বিতণ্ডার কারণ শিক্ষকদের সম্পর্কে বহরমপুরে শিক্ষা রাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল বারির একটি মন্তব্য। মন্ত্রী বলেছিলেন—গত বছর শিক্ষকেরা বহন খরচের লোভে বেশী করে বই সংগ্রহ করার কারণেই বই বণ্টন

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই মাঘ বুধবার, ১৩৮৯ সাল

২৬ জানুয়ারী

আজ ২৬ জানুয়ারী, ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস। প্রতি বৎসর ভারতের সর্বত্র এই দিনটি অতি নিষ্ঠার সহিত উদ্‌যাপিত হয়। এই বৎসরও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সেনাদের কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করিবেন রাষ্ট্রপতি। পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীও অভিবাদন জানাইবেন। এই উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি নাগরিক-কর্তব্য সম্বন্ধে আহ্বান জানাইয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ ভারতের সার্বিক অগ্রগতির কথাও বলা হইয়াছে। সাধারণতন্ত্র দিবসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে নানা শুভেচ্ছা বাণী আসিবে যেমন পূর্ব পূর্ব বৎসরেও আসিয়াছে।

বস্তুতঃ সাধারণতন্ত্র দিবস বিশেষ তাৎপর্যবাহী। ১৯৫০ সালের এই দিনটিতে সংবিধান চালু হয় এবং ভারতের প্রতি নাগরিককে অধিকার প্রদানের অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করা হয়। প্রতিটি নাগরিক রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য ভোটাধিকার লাভ করিয়াছে। তাই ভারতের শাসন ব্যাপারে ভারতের জনগণের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তাহা ছাড়া নাগরিকদের কর্তব্যও এই উপলক্ষ্যে ঘোষিত হয়। পূর্বে এই ২৬ জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হইত। তখন ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যুগ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই দিনটিকে সাধারণতন্ত্র দিবসরূপে ঘোষণা করা এবং উদ্‌যাপন করা খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

শুধু অনুষ্ঠানাদি করিয়া এই দিনটি উদ্‌যাপন করিলেই চলিবে না। ভারতের প্রতিটি নাগরিককে নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন থাকিতে হইবে। যে সব অশুভ শক্তি দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক, তাহার বিরুদ্ধে সকলকে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের অশুভ মনোবৃত্তি ও ক্রিয়াকলাপকে উৎখাত করিতে হইবে। সংহত কর্মশক্তি দিয়া দেশের শক্তিবৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন আসিয়াছে। যে সব বহিঃশক্তি ভারতকে দুর্বল করিতে চেষ্টিত, তাহার বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে দাঁড়াইতে হইবে। প্রতিটি মানুষকে আজ মনে রাখিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থবোধ অপেক্ষা দেশ বড়। আত্মস্বার্থ পূরণে দেশের ক্ষতি কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। কাজেই বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণতন্ত্র দিবসে আজ প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্যচেতনা নূতনভাবে জাগিতে হইবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

তহবাজার প্রসঙ্গে

জঙ্গিপুর পুরসভার অধীন রঘুনাথগঞ্জ শহরে বাজারপাড়া এলাকায় 'তহবাজার' নামে যে স্থানে তরিতরকারী ও মাছের বিরাট বাজারে প্রতিদিন বহু লোকের জনসমাগম হয়, সেই বাজারটির বিশেষ করে মাছ কেনাবেচার স্থানটির প্রতি পুরসভার বর্তমান কর্মকর্তাদের সদয় মনোযোগ আকর্ষণ করছি। জানি না, কর্মকর্তাদের কেউ সম্প্রতি সেই স্থান বাজার করার সময় পরিদর্শন বা প্রত্যক্ষ করেছেন কি না? ঐ স্থানটিকে আমার দৃষ্টিতে 'নরককুণ্ড' আখ্যা দিলে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি হয় না বলে মনে করি। দীর্ঘদিনের পচা দুর্গন্ধযুক্ত মাছের জল ও আবর্জনা পড়ে পড়ে কি শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছে তা' এই স্থানটি দেখলেই বোঝা যায়। বৃষ্টির দিন না হয় বাদই দিলাম। যারা প্রতিদিনকার বাজারযাত্রী তাদের ঐ স্থানে মাছ কেনার সময় আনাগোনা করার কালে প্রায় প্রত্যেককেই মুখটাকে বিশ্রী করে অতি সন্তর্পণে পরনের প্যান্ট বা কাপড় হাঁটুর ওপরে তুলে আস্তে আস্তে পা ফেলতে দেখি। অথচ নির্বিকার, নিরুপায় আমরা। বাজারের কর্মকর্তা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত কোন ধারণা নাই। তবু মৎস্য ব্যবসায়ীদের প্রতি মানুষের খাদ্যদ্রব্য রাখবার এই স্থানটির পরিবেশটাকে সুস্থ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পুরসভার কর্মকর্তাগণ কি কোন নির্দেশ দিতে পারেন না বা এই স্থানটিকে আবর্জনামুক্ত করার কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন না? —মুক্তা ঘোষাল, রঘুনাথগঞ্জ।

'শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কনভেনশন' প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকার ১২ জানুয়ারী সংখ্যার ২য় পৃষ্ঠায় উপরিলিখিত শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ পড়ে আশ্চর্য হলাম। প্রকাশিত উক্ত সংবাদের সর্বশেষ বাক্যটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাতে বলা হয়েছে যে, আমি উক্ত সভায় বক্তব্য রেখেছিলাম। আমি এর প্রতিবাদে জানাচ্ছি যে, আমি উক্ত সভায় কোন বক্তব্যই রাখিনি। আমি সাধারণ শ্রোতা হিসাবেই সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং সভা চলাকালীন প্রধান অতিথি শ্রীমতী গীতা সেনগুপ্তাকে সমিতি সংক্রান্ত একটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন করেছিলাম মাত্র। বক্তব্য রাখা বলিতে সাধারণতঃ যা বুঝায়, তা নয়। কাজেই আমার নামে এরূপ সংবাদ পরিবেষণে আমি বিস্মিত ও দুঃখিত। —মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, রঘুনাথগঞ্জ।

॥ তিন্ন চোখে ॥

স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল গণ পরিষদের উপর। ব্রিটিশ আমলেই এই গণ পরিষদ গঠিত হয়। তারপর তিন বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ভারতীয় সংবিধানের জন্মলাভ। ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর ভারতীয় সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়া গণ পরিষদ স্বীকৃতি দেয়। তারপর ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের নব সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকরী হয়। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা হয়েছে যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি হবে ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব। নির্দেশমূলক নীতিগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করা ছিল ভারতবর্ষের উদ্দেশ্য। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ-ব্যবস্থা এখনও ঠিকমত গঠিত হয়নি। নির্দেশমূলক নীতিগুলোও যথাযথ অনুসৃত হয়নি।

তাই চৌত্রিশতম প্রজাতন্ত্র দিবসে অনেক প্রশ্ন মনে ভীড় করে। শুধু আমার নয়—সকলেরই।

দেশের সর্বস্তরের লোকেদের জন্য সংবিধান যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার বেশর ভাগই পালন করা হয়নি। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ন্যায় বিচার আজ নিষ্ফল। স্বৈরতন্ত্র, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা—এই অশুভ দিকগুলি আমাদের গ্রাস করেছে।

কর্ম-সংস্থান, শিল্প-বাণিজ্য, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা সংস্কৃতি—এ সব দিক দিয়ে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতিগুলি আমাদের কাছে প্রহসনের মত। কাজেই সংবিধানের প্রতিশ্রুতি এবং তার বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে একটা বিরাট ফারাক থেকে গেছে। তবুও প্রতি বৎসরের মত এবারও সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে—শহরে, গ্রামে-গঞ্জে 'প্রজাতন্ত্র দিবস' দিনটি পালিত হয়েছে। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা আকাশে ডানা মেলে উড়েছে।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়েছে। দেশাত্মবোধক গানের সুরে চারিদিক অনুরণিত হয়েছে। শহীদদের বেদীতে বিশিষ্ট নেতারা মালা দিয়েছেন। তাঁদের ত্যাগের কথা, দেশ প্রেমের কথা জনসভায় তুলে ধরেছেন। অথচ সেই মূল্যবোধ দেশের কাজের মধ্যে সঞ্চালিত হচ্ছে না। তাই সমাজের মধ্যে থেকে গেছে বৈষম্য। ধনী, উচ্চ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র—এদের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর আরো সম্প্রসারিত হচ্ছে।

সংবিধানের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশ আজও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। সারা দেশে আজ রাজনৈতিক অস্থিরতা। সর্বদলীয় নেতাদের কণ্ঠ আজ 'স্বৈরতন্ত্র' 'বিচ্ছিন্নতাবাদ', 'সংখ্যালঘু', 'হরিজন নিগ্রহ', 'সাম্প্রদায়িকতা', 'আঞ্চলিক সংহতি বিপন্ন', 'ভাষানীতি'—এই ধরনের কতগুলো বাছাই বাছাই বিশেষণে সোচ্চার।

দেশের সংবিধান রচিত হয়েছে ঠিকই—কিন্তু সংবিধানের রথ এখন অনেক পেছনে পড়ে। তাই প্রজাতন্ত্র দিবস অন্য বৎসরের মত এবারও আমাদের কাছে কোন আশার বাণী বহন করে আনেনি। এ যেন নিছকই একটা ছুটির দিন। বিশ্রামের দিন।

মণি সেন

দুঃসাহসিক ডাকাতি

নিজস্ব সংবাদদাতা: সাগরদীঘির মনিগ্রামে শ্রীভদ্র ঠাকুরের বাড়িতে ১৯ ডিসেম্বর মধ্যরাতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতিতে প্রায় ৩০ হাজার টাকার সামগ্রী লুণ্ঠিত হয়েছে। ডাকাতেরা কুড়াল দিয়ে দরজা ভেঙ্গে বাড়িতে ঢোকে এবং সৌমেন্দ্র ঠাকুর ও তার বউ-এর উপর অত্যাচার চালায়। এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ৫ জানুয়ারী রাত্রে বলরামবাটী গ্রামের শম্ভু ভাটের বাড়িতেও একটি দুঃসাহসিক ডাকাতিতে বাসনকোসন, সোনার গহনাসহ প্রায় ১৫ হাজার টাকার সামগ্রী লুণ্ঠিত হয়েছে। ডাকাতদের হাতে গৃহস্বামীর ছেলে ও মেয়ে গুরুতর আহত হয়। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কৃষি সংবাদ

খরা প্রতিরোধী আখ

কয়ম্বাটুরে অবস্থিত তামিলনাড়ুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ বছর ধরে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে প্রতিরোধী আখ চাষের সম্ভাবনায় সফলতা লাভ করেছেন।

সাধারণতঃ দেখা যায় খরার সময় আখের শাখাগুলি শুখিয়ে যায়। ফলে ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সমস্যা দূর করার জন্য আখের পর্য্যাপ্ত ফলন তুলতে কৃষি বিজ্ঞানীরা বলেন ৭৫ সেমিঃ দূরে দূরে আখের মুড়ি পুঁতলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। চুণজলে আখের মুড়ি পোঁতার আগে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে বেশী ফলন হয়। এ ছাড়াও খরার সময় আখের পাতায় ২·৫ মাত্রায় পটাসিয়াম ক্লোরাইড এবং ইউরিয়া ৬০, ৯০ এবং ১২০ দিন পর পর প্রয়োগ করলে আখের শাখাগুলি সতেজ থাকে এবং ফলে পর্য্যাপ্ত রস পাওয়া যায়।

এ ছাড়াও আখের মুড়িগুলি পোঁতার ২৪০ দিন পরে ঘাস পাতার সঙ্গে পটাশ মিশিয়ে ওগুলি প্রখর রোদ থেকে বাঁচানোর জন্য ঢেকে দেওয়া দরকার।

কৃষি বিজ্ঞানীরা আরও বলেন, আখের মান বজায় রাখার জন্য নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করে তার সঙ্গে ৬০ কেজি পটাশ প্রতি হেক্টারে প্রয়োগ করাও প্রয়োজন।

(এফ, আই, ইউ)

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস
ষ্টোন মার্চ্চেন্ট এণ্ড গভঃ কনট্রাক্টর
পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী
ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্রাসার ইউনিট
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে ষ্টোন চীপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট, পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন : অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭
ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮
তাং ২৪-৩-৭০

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

পরিবারের প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু অবশ্যই নিবন্ধভুক্ত করান

ব্যবহারিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই জন্ম বা মৃত্যুর প্রমাণপত্র একান্ত প্রয়োজন।

* ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তির সময়, চাকুরীর দরখাস্তের জন্য, পাশপোর্ট করাবার ক্ষেত্রে, জীবনবীমা করার জন্য জন্মের প্রমাণপত্র লাগবেই।

* ঠিক তেমনি বীমা ও পেনশন সংক্রান্ত গোলযোগের নিষ্পত্তি ঘটাতে কিংবা সম্পত্তিঘটিত দাবীর নিষ্পত্তির জন্য মৃত্যুর তারিখ ও প্রকৃতি সঠিকভাবে প্রতিপন্ন করতে মৃত্যুর প্রমাণপত্র আবশ্যক।

* প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নিকটবর্তী রেজিষ্ট্রেশান কেন্দ্রে জানাতে হবে।

* শহর হলে পুরসভা বা কর্পোরেশন অফিস এবং গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা রুর‍্যাল পাবলিক হেল্‌থ সারকেলে জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্ত করাতে পারেন। শহরে জন্মের সাত দিন ও মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যে, গ্রামাঞ্চলে জন্মের চৌদ্দ দিন ও মৃত্যুর সাত দিনের মধ্যে তা নিবন্ধভুক্ত করা আবশ্যক।

* সময়মত নিবন্ধভুক্ত করালে সার্টিফিকেটের একটি কপি বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

* মনে রাখবেন পরিবারের প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধভুক্ত করা বাধ্যতামূলক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কৃষি সংবাদ

আলুর ধসা রোগের জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিন। মেঘলা আবহাওয়ার জন্য এবং কুয়াশার জন্য জেলার কোথাও কোথাও আলুতে ধসা রোগ দেখা যাচ্ছে। ধসা রোগে আক্রান্ত গাছের পাতার কিনারা বা ডগা থেকে শুকোতে শুরু করে, কাণ্ড বা ডাঁটায় পচন দেখা যায়। খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যে সারা জমি আক্রান্ত হয়।

প্রতিরোধের জন্য নীচের যে কোন একটি ঔষধ প্রয়োগ করুন

ঔষধের নাম	প্রতি লিটার জলে ঔষধের পরিমাণ
ব্লাইটকস্ বা ব্লুকপার অথবা থাইটোলার	৪ গ্রাম
বা ডায়াথেন এম ৪৫	৩ গ্রাম

একর প্রতি ২৫০ লিটার ঔষধ মিশ্রিত জল লাগবে। ঔষধ ছিটানোর সময় বিশেষ নজর দিতে হবে যেন পাতার দুই পাশে ভালভাবে ভিজে যায়। প্রয়োজন বোধে ১০ দিন পর পর ঔষধ প্রয়োগ করুন।

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত।

কৃষি সংবাদ

জেলার কোথাও কোথাও রাই সরষেতে জাব পোকার ও ধসা রোগ দেখা যাচ্ছে। ফলে ফলন কমে যেতে পারে।

প্রতিরোধের জন্য নিম্নের যে কোন একটি ঔষধ ব্যবহার করুন

জাব পোকার আক্রমণ :

ঔষধের নাম	প্রতি লিটার জলে ঔষধের পরিমাণ
মেটাসিস্টকস্ বা	১ মিলি লিটার
ডিমেক্রন বা	২ মিলি লিটার
তারা ৯০৯ বা রোগর	১ মিলি লিটার

পোকা দেখা মাত্রেই এই ঔষধ ছিটান। একরে ২৫০—৩০০ লিটার ঔষধ মিশ্রিত জল লাগবে। যাতে মৌমাছির ক্ষতি না হয় তার জন্য বিকালের দিকে স্প্রে করুন।

ধসা রোগের জন্য :

ঔষধের নাম	প্রতি লিটার জলে ঔষধের পরিমাণ
ডায়াথেন এম ৪৫	২½ গ্রাম

পোকা ও রোগের ঔষধ এক সঙ্গে মিশিয়ে ছিটানো যেতে পারে।

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত।

প্রজাতন্ত্র দিবস ও নেতাজী জয়ন্তী পালন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঐ দিন সকালে দুটি রাস্তা দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। রবিবার জেলার সর্বত্র অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন পালিত হয়। বেলডাঙ্গার নেতাজী পার্কে ঐ দিন সপ্তাহব্যাপী উৎসবের সূচনা করা হয়। বালিয়ায় নেতাজী সংঘ ক্লাব প্রাঙ্গণেও মর্যাদার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন পালন করা হয়। ঐ দিন ছিল ক্লাবের দ্বাদশতম প্রতিষ্ঠা দিবস। এ উপলক্ষে আয়োজিত ৪ কিমি দৌড় প্রতিযোগিতায় জলিমউদ্দিন সরকার, এজাবুল হক ও প্রবীর দাসকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলা জজ মানবেন্দ্রনাথ রায় উপস্থিত ছিলেন। বিন্দুবাসিনী প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নৃত্যানুষ্ঠান সকলকে মুগ্ধ করে। ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদে ফঃ ব্লকের পক্ষ থেকে প্রভাতফেরী, মাল্যদান প্রভৃতির মাধ্যমে নেতাজী জয়ন্তী পালন করা হয়।

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। ল্যানোলিন, চন্দন তেল ও বাদাম উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রুক্ষতা দূর রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তাঁর খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তাঁর উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুরভি দারুণদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

কলিকাতার মনহরণকারী এম, এ, পাস করার
প্রচার পত্রে বিভ্রান্ত না হয়ে আসল প্রশ্ন
পত্রের জন্য এখানে আসুন

Visiting Hours : Mr. N. K. PAHARI M. A. (Double)
Every Day-4 p. m. to 9. p. m. (Sree Panchami)
Sunday-11 a. m. to 5. p. m. 89, B. B. Ganguly Street
Phone : 35-5143 Calcutta-700012
(Opp.—Goenka College & by the side of Gour Dey Lane)

শ্রীপঞ্চমীকৃত

* বাংলা ভাষায় ১৯৮১ সালের এম-এ, ইসলামিক ইতিহাসে প্রতি পেপারে ৮টি করে উত্তর পত্র নিয়ে ৪ মাস পড়ে পাস করুন।
* বাংলা এম-এ এবং ইংরাজী এম-এ তে নির্ভরযোগ্য প্রশ্ন উত্তর এবং কোচের জন্য যোগাযোগ করুন।

বিঃ দ্রঃ এম-এ, বাংলা, ইংরাজী, ইসলামিক ইতিহাসে প্রতি রবিবারে কোচিং চলিতেছে।

একটি সুসংবাদ

স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)
মুর্শিদাবাদ

ফোন : ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিরাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

আবশ্যক

দশ হাজার বা তদূর্ধ্ব জনসংখ্যাবিশিষ্ট প্রতি শহরে আমাদের প্রতিষ্ঠানের হোম ডেলিভারী ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর্স শীঘ্রই খুলিতেছে। তাহার জন্য ম্যাট্রিকুলেট কাউন্টার সেলসম্যান এবং ফিল্ড্ সেলসম্যান আবশ্যক।

বেতন—৫০০ টাকা এবং সরকারী নিয়মানুযায়ী অন্যান্য সুবিধাদি।

পাঞ্জাব সেভিংস প্রাঃ লিঃ
রোহিত হাউস, একতলা
৩ টলষ্টয় মার্গ, নয়াদিল্লী—১১০০০১
ফোন : ৭৪১১৫০, ৭১৭৮২৭, ৩৮৫৬১৬, ৩৮১১১৬
গ্রাম : সারভিস ফাইন, টেলেক্স : ৫০৩২ NDOS IN

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।